চতুর্দশ অধ্যায়

আশাবান

স্বপ্নে দেখলাম, ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** একা যেতে হল না। ***আশাবান*** নামে এক ভদ্রলোক ***বিশ্বাসী*** ও ***খ্রীষ্টিয়ানের*** আচরণ লক্ষ্য করে, এবং মেলায় তাড়নার সময় তাদের মুখের কথা শুনে আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। সে এসে ***খ্রীষ্টিয়ানের*** সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ আলাপ-আলোচনা করল, এবং তার সঙ্গে যেতে চাইল। — দেখা যাচ্ছে, সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এক জনের প্রাণ গেল ঠিকই, কিন্তু মৃত্যুর ফলস্বরূপ আর একজন উঠে স্বর্গযাত্রায় ***খ্রীষ্টিয়ানের*** সঙ্গী হল।

আশাবান তাকে বলল, ***মায়া-মেলার*** আরও অনেকে তাদের অনুসরণ করবে। মেলা থেকে বেরিয়েই তারা একজনকে তাদের আগে আগে যেতে দেখল, তার নাম ***ফায়দাবাজ***। কাছে এসে তারা জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাড়ি কোথায়, এ পথে কোথায় যাবে?" সে বলল, "সুভাষ নগরে আমার বাড়ি, যাচ্ছি ***স্বর্গপুরে***।" বাসস্থান ও গন্তব্যস্থানের কথা বললেও সে তার নাম কিন্তু বলল না।

খ্রীষ্টিয়ান— ***সুভাষ নগরে***! তা, সেখানে কি ভাল কিছু আছে? (হিতো. ২৬:২৫)

ফায়দাবাজ— আছে বলেই তো মনে হয়।

খ্রীষ্টিয়ান— তোমার নাম কি?

ফায়দাবাজ— আমি তোমাদের চিনি না, তোমরাও আমাকে চেন না;তবু যদি তোমরা এ পথে যাও, খুশি মনে তোমাদের সঙ্গে যাব;আর যদি না যাও, আমাকে একাই যেতে হবে। (নাম কিন্তু সে বলল না)।

খ্রীষ্টিয়ান— ***সুভাষ নগরের*** নাম শুনেছি, সেখানে অনেক ধনী লোক বাস করে।

ফায়দাবাজ— হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। সেখানে আমার অনেক ধনী আত্মীয় ও বন্ধু আছে।

খ্রীষ্টিয়ান— তাদের নাম বা পরিচয় জানতে পারি?

ফায়দাবাজ— নগরের প্রায় সকলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু মহামান্য শ্রী ***গাণিতিক***, শ্রী ***যখন-যেমন-তখন-তেমন***, শ্রী ***মিষ্টভাষী*** — এঁদের পূর্বপুরুষদের স্মরণার্থে নগরের নামকরণ হয়েছে; তা ছাড়া, ***স্নিগ্ধকুমার, দো-মুখো***, শ্রী ***সর্বরুচি*** ও আমাদের পুরোহিত শ্রী ***দো-জিহ্বে*** আমার অতি নিকট আত্মীয়। এখন আমি একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি হয়েছি, কিন্তু আমার ঠাকুরদা ছিলেন নৌকোর মাঝি;এক দিকে তাকিয়ে আর এক দিকে দাঁড় টানতেন। আমিও ঐ কাজ করে ধন-সম্পত্তির অধিকাংশ উপার্জন করেছি।

খ্রীষ্টিয়ান— তোমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আছে?

ফায়দাবাজ— হ্যাঁ আছে। আমার স্ত্রী গুণবতী মায়ের গুণবতী কন্যা ও সুশিক্ষিতা। তিনি ছোট-বড়, জ্ঞানী-গুণী সকলের সঙ্গে ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে গোঁড়াদের সঙ্গে আমাদের মতের দুটো বিষয়ে অমিল আছে;প্রথমত, আমরা বাতাস বা জলস্রোতের বিপরীতে যাবার চেষ্টা করি নে। দ্বিতীয়ত, ধর্ম যখন সুখ-সম্পদ লাভের কারণ হয়, এবং লোকে যখন তাতে গা ঢেলে দেয় বা মাতামাতি করে, তখন আমরা তার কদর করি।

স্বপ্নে দেখলাম, ***খ্রীষ্টিয়ান*** তখন ***আশাবানের*** কাছে একটু সরে গিয়ে বলল, "ভাই, এ লোকটা ***সুভাষ নগরের ফায়দাবাজ*** ছাড়া আর কেউ নয়;আর যদি তা-ই হয়, তা হলে, এর মত ধড়িবাজ লোক এ অঞ্চলে দ্বিতীয়টা আর নেই।

তা শুনে ***আশাবান*** বলল, "একবার জিজ্ঞেস করে দেখ না, নিজের নাম বলতে লজ্জা পায় কি না!"

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** আবার কাছে গিয়ে বলল, "তোমার কথাতেই বুঝতে পারছি, তুমি বুদ্ধিমান লোক, এবং তোমার পরিচয়ও অনুমান করেছি;বল তো, তুমি কি ***সুভাষ নগরের ফায়দাবাজ?***

ফায়দাবাজ— ওটা আমার নাম নয়, তবে কেউ কেউ ঐ নামে ডাকে। বিশেষত, যারা আমাকে পছন্দ করে না, তারা আমাকে ***ফায়দাবাজ*** বলে। সে যাই হোক, বিদ্রূপ হলেও আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে;আমার আগেও তো অনেক সজ্জন লোক এমন বিদ্রূপ সহ্য করে গেছেন।

খ্রীষ্টিয়ান— লোকে তোমার আচার-আচরণ দেখে ঐ নাম দেয়নি তো?

ফায়দাবাজ— না, না, তা নয়। আসল ব্যাপার হল, যখন লোকে যা নিয়ে মাতামাতি করে, আমিও তাতে যোগ দিই। আর তাতে লাভও আছে, এটাই আমার দোষ। এজন্য লোকে যখন দোষারোপ করে, আমি তা আশীর্বর্বাদ বলে মেনে নিই;কিন্তু মনে মনে এ আশাও করি, লোকে যেন বিদ্বেষভাব নিয়ে আমার নিন্দা না করে।

খ্রীষ্টিয়ান— আমি যার কথা শুনেছি, তুমিই সেই লোক। তোমার নামটাও বেশ মানিয়েছে, কিন্তু তুমি তা মেনে নিতে চাও না, এই যা তফাৎ।

ফায়দাবাজ— তোমার ধারণা যদি তাই হয়ে থাকে, তা হলে তো আমার আর কিছু করার নেই; তবে আমাকে সঙ্গে নিলে তোমরা ভাল সঙ্গী পেতে, সে কথাটা মনে রেখো।

খ্রীষ্টিয়ান— আমাদের সঙ্গে যেতে হলে তোমাকে হাওয়া ও জোয়ারের বিপরীতেও যেতে হবে, তাতে তো তুমি রাজি নও। ধর্ম যখন সুখ-সমৃদ্ধির আশ্বাস দেয়, তখন যেমন, আবার ধর্মের জন্য যখন দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়, তখনও তেমনই সাদরে হৃদয়ে স্থান দেওয়া প্রয়োজন;ধর্মকে কেবল সুখের ও লাভের উপায় হিসাবে গ্রহণ করলে চলবে না।

ফায়দাবাজ— জোর করে আমাকে তোমাদের বিশ্বাসের বশবর্তী করতে পারবে না। আচরণের

স্বাধীনতা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে যেতে দেবে?

খ্রীষ্টিয়ান— আমার কথার সঙ্গে একমত না হলে, আর একটুও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না।

ফায়দাবাজ— কিন্তু পুরনো ধর্মমত নির্দোষ ও লাভজনক, তা আমি কখনও ছাড়ব না। আর তোমাদের সঙ্গে যদি যেতে না দাও, যতক্ষণ অন্য সঙ্গী না পাই, ততক্ষণ একাই পথ চলব।

স্বপ্নে দেখলাম, কথা শেষ করে ***ফায়দাবাজকে*** পিছনে ফেলে ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবান*** এগিয়ে গেল। কিছু দূরে গিয়ে লক্ষ্য করল, ***ফায়দাবাজের*** পিছনে তিনজন লোক সেই পথে আসছে। কাছে এলে তারা পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করল;তিনজনই ***ফায়দাবাজের*** পরিচিত। তাদের একজনের নাম ***অবনীধর,*** দ্বিতীয় জনের নাম ***অর্থপ্রিয়,*** তৃতীয় জনের নাম ***সব-জমানো***। ছাত্রাবস্থায় তারা উত্তর অঞ্চলের ***লোভ*** নামক প্রদেশের ***মুনাফা পিয়াস*** নগরে অধ্যাপক ***নিপীড়কের*** তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেছিল। অধ্যাপক মশায় ছল, বল, তোষামোদ, মিথ্যা ও ধর্মের ভণিতা ইত্যাদি দ্বারা অর্থ উপার্জনের বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারা এত দ্রুত বিদ্যাভ্যাস করেছিল যে, তারা চার জন এখনই অধ্যাপনা করার উপযুক্ত।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে ***অর্থপ্রিয় ফায়দাবাজকে*** জিজ্ঞেস করল, "আমাদের আগে আগে যাচ্ছে, ওরা কারা?"

ফায়দাবাজ— ওরাও যাত্রী, বহুদূর থেকে এসেছে। নিজেদের মত অনুসারে চলেছে।

অর্থপ্রিয়— আমরা সবাই তো যাত্রী। ওরা একটু অপেক্ষা করলে একসঙ্গে যেতে পারতাম।

ফায়দাবাজ— তা তো বুঝি, কিন্তু লোক দুটো বড্ড গোঁড়া। অন্যের চিন্তা-ধারার সঙ্গে নিজেদের কোনমতেই মানিয়ে নিতে চায় না, তা সে যতই ঈশ্বর ভয়শীল হোক না কেন। আর মতের অমিল হলেই তাকে বিদায় করে দেয়, সঙ্গ দেয় না।

সব-জমানো— সে কি? — তবে হ্যাঁ, কিছু অতি ধার্মিক লোকের বিষয়ে পড়েছি, তারা এত গোঁড়া যে, নিজেদের দোষ দেখতে পায় না, কেবল পরের বিচার করে, ও পরের দোষ দেখে। কিন্তু বল তো, তোমার সঙ্গে মতের অমিল হল কী নিয়ে?

ফায়দাবাজ— এদের একগুঁয়েমি নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। এরা বলে, যে কোন মুহূর্তে যাত্রা শুরু করা উচিত, কোন শুভ দিন-ক্ষণ, অনুকূল হাওয়া বা জোয়ার-ভাঁটা দেখার প্রয়োজন নেই। আমি কিন্তু তাতে একমত নই। এরা ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করে না, ঈশ্বরের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে চায়। আমি কিন্তু ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করতে চাই। এরা সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও বিবেক অনুযায়ী কাজ করে; আমি ধন-প্রাণ রক্ষা করে যতটা সম্ভব ধর্মপথে চলতে চাই। দুঃখ, কষ্ট, লজ্জার মধ্যেও এরা ধর্মবিশ্বাস আঁকড়ে থাকে;আমি ধর্মকে উন্নতির সোপান হিসাবে দেখতে চাই।

অবনীধর— দেখ ভাই, এ মতবাদ পরিত্যাগ কোরো না। ধন-প্রাণ রক্ষা করার সুযোগ থাকলেও

যারা তা হারায়, তারা মূর্খ। আমাদের "সাপের মত চতুর" হতে হবে; রোদ থাকতে থাকতে শস্য শুকিয়ে নেওয়া উচিত। (অধার্মিক লোকেরা প্রভুর বাক্যের কেমন বিকৃত অর্থ করে, মথি ১০:১৬ পদের শিক্ষা সম্বন্ধে অবনীধরের উত্তর তারই একটা দৃষ্টান্ত।) মৌমাছিরা বর্ষাকালে আলস্যে দিন কাটিয়ে শরতেই মধু সংগ্রহ করে। রোদ ও বৃষ্টি ***ঈশ্বরেরই*** দান। যে বোকার মত বর্ষার মধ্যে যাত্রা আরম্ভ করতে চায়, করুক; কিন্তু আমরা রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে শুভ মুহূর্তে যাত্রা শুরু করব। এ জগতের আনন্দও ***ঈশ্বরের*** দান। যে মতবাদ সেই আনন্দে বিঘ্ন ঘটায় না, আমি সেই মতবাদই পছন্দ করি। — "যারা মাংসের বশে চলে, তারা মাংসিক বিষয় ভাবে"। অবনীধরও তাই ভাবছে, তাই সে বলতে লাগল —

জগতের এত আনন্দদায়ক বস্তু তো *ঈশ্বরেরই* দান, সুতরাং *তাঁর* মহিমা স্মরণ করে, সে-সব রক্ষা ও উপভোগ করা মানুষের কর্তব্য। ধর্মই ***অব্রাহাম*** ও ***শলোমনকে*** ধনবান করেছিল। ***ইয়োব*** বলেছেন, ধার্মিক সুবর্ণ সঞ্চয় করে ধুলোর মত। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, সামনের ঐ দুজন ***ইয়োবের*** বর্ণিত ধার্মিকের মত নয়। (আত্মিক ভাবই খ্রীষ্টিয়ানকে সব কাজে প্রেরণা জোগায় — রোমীয় ৮:৫ দেখুন।)

সব-জমানো— এ বিষয়ে আমরা সবাই একমত, সুতরাং বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নেই।

অর্থপ্রিয়— ধর্মশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্র আমাদের মতবাদ অনুমোদন করে; সুতরাং এ নিয়ে আর কথা বলার প্রয়োজন নেই। যাদের এই মতবাদে আস্থা নেই, তারা স্বাধীনতা কী, তা জানে না, এবং আত্মরক্ষার চেষ্টাও করে না।

ফায়দাবাজ— বন্ধুগণ, আমরা সবাই তো যাত্রী, তাই মন্দ চিন্তা মন থেকে দূর করার জন্য তোমাদের সামনে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই;—

মনে কর, কোন পুরোহিত, বা ব্যবসায়ী, কিংবা অন্য কোন লোকের সামনে জগতের সুখ-সমৃদ্ধির কোন একটা সুযোগ হঠাৎ এসে গেল। কিন্তু ধর্ম পদ্ধতির কিছু রদবদল মেনে না নিলে সে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে; এখন সে যদি তা মেনে নিয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, তা হলে কি তার সততা নষ্ট হবে?

অর্থপ্রিয়— বুঝেছি তোমার কথা। সকলের অনুমতি নিয়ে আমিই উত্তর দিচ্ছি। প্রথমত, পুরোহিতের বিষয় বলি — মনে কর, কোন মণ্ডলীর পুরোহিত সুযোগ্য ব্যক্তি, কিন্তু বেতন অতি অল্প, তাই অধিক বেতনের পৌরোহিত্য আশা করেন। হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল, তবে এই নতুন পৌরোহিত্য পেতে গেলে আরও বেশি শিক্ষার প্রয়োজন, এবং আরও বেশি ঘন ঘন ও বেশি উৎসাহব্যঞ্জক প্রচার করা প্রয়োজন হবে; তা ছাড়া, ধর্মপদ্ধতিগত বিষয়ে নিজের মতেরও কিছু পরিবর্তন করতে হবে। এ বিষয়ে আমার মনে হয়, যদি ***ঈশ্বর*** থেকে এ আহ্বান এসে থাকে, তবে মত ও কার্যধারা পরিবর্তনে দোষের কিছু নেই; এমনকি, এর থেকে বেশি কিছু করলেও তাঁর সততার হেরফের হয় না। কেন হয় না,

জাগতিক লাভের ইচ্ছা

তা-ও বুঝিয়ে বলছি —

প্রথমত, বড় মণ্ডলীর পুরোহিত হতে পারা যে শাস্ত্রসঙ্গত, তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না; কারণ এ সবই ***ঈশ্বর*** ঘটিয়ে থাকেন। সুতরাং ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে বিবেককে কষ্ট না দিয়ে তাঁর এ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, বড় মণ্ডলীর পৌরোহিত্যের জন্য তাঁকে বেশি সময় ও মন দিয়ে বেশি শাস্ত্র শিক্ষা করতে হবে, তাই তিনি আরও বেশি অভিজ্ঞ ও কর্মক্ষম হয়ে উঠবেন, এতে তাঁর সততার হেরফের হয় না; ***ঈশ্বরও*** তো তা-ই চান।

তৃতীয়ত, মণ্ডলীর লোকদের মনরক্ষার ও উপকারের জন্য কতকগুলো মতামত ত্যাগ করাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত, তাঁর স্বভাব মধুর ও তুষ্টিজনক। সুতরাং তিনি যোগ্যতর ব্যক্তি।

চতুর্থত, আমার অভিমত, আর্থিক উন্নতির আশায় পরিচর্যার স্থান-পরিবর্তন লোভের পরিচয় দেয় না। বরং তা ***ঈশ্বর-দত্ত*** স্বাভাবিক গুণের উন্নতিসাধন ও বৃদ্ধির সহায়ক হয়। কাজেই ***ঈশ্বরের আহ্বানের*** বাধ্য হয়ে সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তাঁর প্রশংসা করা উচিত।

ব্যবসায়ীর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই — মনে কর, কেউ সামান্য একটা ব্যবসা করে সংসার চালায়, কিন্তু ধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখাতে পারলে তার ব্যবসায়ে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে; যেমন— ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে, অথবা কোন ধনবানের কন্যার সঙ্গে বিয়ের সুযোগ আসতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে ধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখানো সততার ব্যতিক্রম নয়। কারণ—

১) মানুষ যে উপায়েই ধর্মের প্রতি আসক্ত হোক না কেন, ধার্মিকতা একটা বিশেষ গুণ।

২) ধনবানের কন্যা বিয়ে করা, বা বেশি ক্রেতা লাভ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ নয়।

৩) ধর্মের প্রতি আসক্তি হেতু যে অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ পায়, সেটা তো তার পুরস্কার; সে নিজে সৎ, তাই সৎ উপায়ে সৎ-বিষয় লাভ করে। সুতরাং এতে কোন অন্যায় নেই।

ফায়দাবাজের প্রশ্নের উত্তরে ***অর্থপ্রিয়*** এইভাবে যুক্তি দেখালে সবাই একবাক্যে সম্মতি জানাল, এবং সবাই মত প্রকাশ করল, — এ যুক্তি খণ্ডন করবার সাধ্য কারও নেই।

খ্রীষ্টিয়ান ও ***আশাবানকে*** তখনও দূরে দেখা যাচ্ছিল, তারা ***ফায়দাবাজের*** কথার প্রতিবাদ করেছিল; তাই এরা চারজন ঠিক করল, ঐ দুজনকে ডেকে প্রশ্নটা আবার উত্থাপন করে তাদের বিব্রত করবে। অতএব চেঁচিয়ে তাদের ডাকতে লাগল, তারাও সাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন এরা ঠিক করল ***ফায়দাবাজ*** কথাটা তুলবে না, কিন্তু তুলবে *অবনীধর*। কারণ ***ফায়দাবাজের*** আগেকার বিতর্ক স্মরণ করে ওরা কড়া উত্তর দিতে পারে।

দুই দল মিলিত হলে যথাবিহিত সৌজন্য প্রদর্শনপূর্বক ***অবনীধর*** প্রশ্নটা তুলে ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবানকে*** বলল, “দেখ তো, উত্তর দিতে পার কি না।”

খ্রীষ্টিয়ান উত্তরে বলল, “ধর্মশিক্ষায় যে নবিশ, সেও এমন হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে

পারবে। যীশু নিজে বলেছেন, অলৌকিক কাজ দেখেছিলে বলেই যে তোমরা আমার সন্ধানে এসেছ, তা নয়, কিন্তু তৃপ্তি করে আহার করেছিলে বলেই এসেছ” (যোহন ৬:২৬); অর্থাৎ পেটের দায়ে ***খ্রীষ্টের* অনুগমন করা অনুচিত। আর তাই যদি হয়, তা হলে, জগতের সম্পদ লাভের আশায়** *খ্রীষ্টকে* আবরণস্বরূপ ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ খ্রীষ্টই বলেছেন, “নশ্বর খাদ্যের জন্য নয়, বরং অনন্তজীবনদায়ী অবিনশ্বর খাদ্যের জন্য পরিশ্রম কর। মানবপুত্র তোমাদের সেই খাদ্য দান করবেন;কারণ পিতা ঈশ্বর তাঁকেই সেই অধিকার দিয়েছেন” (যোহন ৬:২৭)। তাই বলি, তোমাদের মত মতবাদ সাকার-উপাসক, প্রবঞ্চ ক, শয়তান, জাদুকর ছাড়া আর কারও হতে পারে না।

১। সাকার উপাসকদের বিষয় — ***যাকোবের*** পশুপাল ও কন্যাদের দেখে ***হমোর*** ও ***শিখিমের*** লোভ হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল, রীতি অনুযায়ী ত্বকচ্ছেদ না-করলে ও ইহুদি সমাজভুক্ত না-হলে ঐ কন্যাদের সঙ্গে বিয়ের, এবং তাদের সম্পত্তি লাভ করার আর কোন উপায় নেই, তখন সঙ্গীদের ডেকে বলল, আমাদের প্রত্যেককে ইহুদিদের মত ত্বকচ্ছেদ করতে হবে, তবেই আমরা তাদের কন্যাদের ও সম্পত্তি লাভ করতে পারব (আদি. ৩৪:২২, ২৩)। কেবল *যাকোবের* কন্যাদের বিয়ে করা, ও তাদের পশু-সম্পত্তি লাভ করা, যাদের উদ্দেশ্য, ধর্ম তাদের কাছে একটা আবরণমাত্র, বা অন্য উদ্দেশ্য রূপায়ণের উপায়মাত্র। (আদিপুস্তক ৩৪ অধ্যায়টা পুরো পড়লে ‘বিষয়টা’ পরিষ্কার হবে)।

২। ***ফরীশীরাও*** ছিল প্রবঞ্চ ক, তারাও এই রকম ধর্ম পালন করত। তাদের লম্বা লম্বা প্রার্থনা ছিল মুখের কথামাত্র; অনাথ-বিধবাদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করা ছিল তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। খ্রীষ্ট যীশু তাই শিষ্যদের বলেছিলেন, ***অধ্যাপক ফরীশীদের*** থেকে সাবধান থেকো। এরা বিধবাদের ঘর-বাড়ি গ্রাস করে। এরা বিচারে আরও কঠিন শাস্তি পাবে (লুক ২০:৪৫-৪৬)।

৩। ***যিহূদা*** ছিল ***শয়তানের*** প্রতীক। সে-ও ধর্ম পালন করত টাকার থলির মায়ায় ও তা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে। তার পরিণামও শোচনীয় হয়েছিল (যোহন ১২:৬ দেখুন)।

৪। জাদুকর ***শিমোনের*** ধর্মও ছিল একই রকম। সে অর্থ আয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে ***পবিত্র*** *আত্মা* প্রদানের শক্তি ক্রয় করতে চেয়েছিল। প্রেরিত ***পিতর*** তাকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, “তোমার অর্থ তোমার সঙ্গে নিপাত যাক। ঈশ্বরের দান অর্থ দিয়ে কেনা যায়, ভেবেছ” (প্রেরিত ৮:২০)!

৫। এটা নিশ্চিত, যারা জগতের ধন-সম্পদ লাভের আশায় ধর্ম পালন করে, তারাই আবার ধন-সম্পত্তির লোভহেতু ধর্ম পরিত্যাগও করে। ***যিহূদা*** তো টাকার লোভে তার গুরুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল (মথি ২৬:১৫)।

তাই তোমরা প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছ তা মেনে নিলে পৌত্তলিক, প্রবঞ্চ ক, ও শয়তানের

মত লোকের কাজের সমতুল্য হবে। তোমাদের কাজের উপযুক্ত ফল তোমাদের পেতে হবে।

এ কথা শুনে তারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কিন্তু ***খ্রীষ্টিয়ানের*** কথার কোন উত্তর দিতে পারল না। ***আশাবানও খ্রীষ্টিয়ানের*** উত্তর যথার্থ বলে সমর্থন জানাল। তার পর সবাই নীরব হয়ে গেল। ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবান*** যেন আগে চলে যায়, এ জন্য ***ফায়দাবাজ*** তার সঙ্গীদের নিয়ে পিছু টান দিল। তা দেখে ***খ্রীষ্টিয়ান আশাবানকে*** বলল, "দেখলে তো, মানুষের অনুযোগ যারা সহ্য করতে পারে না, তারা ***ঈশ্বরের*** অনুযোগ কেমন করে সহ্য করবে?" কারণ ***তাঁর*** বাক্য জ্বলন্ত অগ্নিশিখাতুল্য (যিশাইয় ৩০:২৭)।

এর পর ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবান*** তাদের পিছনে ফেলে উৎফুল্ল চিত্তে এগিয়ে চলতে লাগল; যেতে যেতে তারা ***আরাম*** নামে একটা মাঠে এসে পড়ল। মাঠটা ছিল ছোট, তাই পার হতে বেশিক্ষণ লাগল না। মাঠের অপর প্রান্তে ***ধন-লাভ*** নামে একটা পাহাড় ছিল; সেখানে একটা রুপোর খনি ছিল। এর আগে অনেক যাত্রী এই খনি দেখতে গিয়ে পাহাড়ের ধসে প্রাণ হারিয়েছে; আবার কারও কারও হাত পা ভেঙ্গে যাওয়ায় সারা জীবনের মত বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে।

স্বপ্নে দেখলাম, পথ থেকে দূরে, খনির এক পাশে ***দীমা*** বেশ সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। সে যাত্রীদের খনি দেখবার জন্য আহ্বান করছে। — দীমা ছিল প্রেরিত পৌলের সহযোগী; সে জগৎকে ভালবেসে পৌলকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল (২তীমথি ৪: ১০)। সে ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবানকে*** দেখতে পেয়ে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলল, "এ দিকে এস, একটা জিনিস দেখাব"।

খ্রীষ্টিয়ান— দেখবার মত এমন কি আছে যে, পথ ছেড়ে গিয়ে দেখতে হবে?

দীমা— এখানে একটা রুপোর খনি আছে; ধনের আশায় অনেকে খনন করছে। তোমরাও যদি এসে সামান্য একটু পরিশ্রম কর, প্রচুর ধন পাবে।

আশাবান— চল না ভাই, গিয়ে দেখে আসি।

খ্রীষ্টিয়ান— না; খনির কথা আমি আগেই শুনেছি, ওখানে গিয়ে ইতিমধ্যে অনেক যাত্রী প্রাণ হারিয়েছে। ***দীমা*** যে ধনের কথা বলছে, তা ফাঁদ ছাড়া কিছু নয়। এ ধনের পিছনে ছুটে অনেক যাত্রীর যাত্রা পণ্ড হয়েছে।

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান দীমাকে*** ডেকে জিজ্ঞেস করল, "ওখানে বিপদের আশঙ্কা নেই তো? শুনেছি ওখানে গিয়ে অনেকের যাত্রা পণ্ড হয়ে গেছে।"

দীমা— ভয়ের তেমন কিছু নেই, তবে অসাবধান হলে বিপদ ঘটতে পারে।

এ কথা বলতে বলতে ***দীমার*** মুখ কিন্তু শুকিয়ে গেল। তখন ***খ্রীষ্টিয়ান আশাবানকে*** বলল, "ওদিকে যাবার কোন দরকার নেই, সোজা রাস্তা ধরে চল।"

আশাবান— কিন্তু ***দীমা*** যদি আমাদের মত ***ফায়দাবাজকেও*** ডাকে, তবে সে নিশ্চয় পথ

ছেড়ে খনির সামনে যাবে।

খ্রীষ্টিয়ান— তা ঠিক; কারণ ওটাই তো তার ধর্ম। কিন্তু ওখানে গেলে শতকরা একজনও যে রক্ষা পায়, তা কখনও শুনিনি।

দীমা— একবার এসে দেখে গেলে কি ভাল হত না?

খ্রীষ্টিয়ান— শোন ***দীমা,*** তুমি আমাদের এই পথের ***সর্বময় অধিকর্তা*** প্রদত্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারী; নিজে এই পথ ত্যাগ করে চলে গিয়েছ বলে ***রাজাধিরাজের*** অন্যতম বিচারকর্তা প্রেরিত পৌলের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছ (২তীমথি ৪:১০)। আজ আবার আমাদেরও তোমার অপরাধের ভাগীদার করবার চেষ্টা করছ। যদি আমরা তোমার অনুরোধে রাজপথ ছেড়ে যাই, তা ***মহারাজের*** অজানা থাকবে না, ফলে *তাঁর* সামনে দাঁড়াবার সাহস আমরা হারিয়ে ফেলব, এবং তার পরিণামও হবে ঘোরতর।

তা শুনে ***দীমা*** বলল, "ভাই, তা হলে, একটু অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।"

খ্রীষ্টিয়ান— আচ্ছা, তোমাকে ঠিক নামে ডেকেছি তো?

দীমা— হ্যাঁ, আমার নাম ***দীমা***। আমি ***অব্রাহামের*** বংশধর। — অব্রাহাম থেকেই ইহুদি জাতির উৎপত্তি, তাই ইহুদি মাত্রই তাঁর কুলজাত। আবার অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে "ধার্মিকতা" বলে গণ্য হয়েছিল; এইজন্য খ্রীষ্টভক্তেরা বিশ্বাসাবলম্বী হওয়াতে তারাও "অব্রাহামের সন্তান" (গালাতীয় ৩:২৯)।

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ, তোমাকে ঠিকই চিনেছি। ***গেহসি*** তোমার প্রপিতামহ, ও ***যিহূদা*** তোমার পিতা। তুমি তাদেরই অনুসরণ করে চলেছ, তোমার ধূর্তামি বুঝতে বাকি নেই। বিশ্বাসঘাতকতা করার ফলে তোমার বাবা গলায় ফাঁস লাগিয়ে প্রাণ খুইয়েছিল। আর তুমি যা করছ, তার শাস্তিও প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত (২রাজা. ৫:২০-২৭; মথি ২৬:১৪, ১৫; ২৭:৩-৫)। ***রাজার*** কাছে গেলে তোমার এই কাণ্ডকারখানা সব বলে দেব।

এই বলে তারা রাজপথ ধরে চলে গেল, খানিকক্ষণ বাদে ***ফায়দাবাজ*** ও তার সঙ্গীরা সেখানে পৌঁছে গেল। ***দীমা*** তাদেরও আহ্বান জানাল; তারাও সাড়া দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল। তারা খনির গর্তে পড়ে গেল, না রুপোর সন্ধানে খোঁড়াখুঁড়ি করতে লাগল, না খনি থেকে ওঠা বিষাক্ত গ্যাসে প্রাণ হারাল, জানি না; কিন্তু তাদের আর নিরূপিত পথে দেখতে পাওয়া যায়নি। দূরে দেখলাম, ***খ্রীষ্টিয়ান*** গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে —

পথের ধারে দাঁড়িয়ে ***দীমা*** ডাকে আয়,
যাত্রী তোরা, রুপোয় ভরা খনির কিনারায়।
দিয়েছিল সাড়া ***ফায়দাবাজ*** আহ্বানে তার,
স্বর্গের বদলে জুটল তাদের অসার সংসার।

তার পর দেখলাম, মাঠের অপর প্রান্তে যাত্রীরা যেখানে পৌঁছেছে, তার খুব কাছে পথের

পাশে বহুকালের পুরনো একটা স্তম্ভ। তার গড়ন ছিল আশ্চর্য রকমের, এবং মনে হল, যেন একটা নারীমূর্তি স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। যাত্রীরা অনেকক্ষণ তার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করতে থাকল। হঠাৎ ***আশাবানের*** নজরে এল, স্তম্ভ টার উপর প্রান্তে কিছু যেন লেখা আছে। সে নিজে পড়তে জানে না, তাই ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** ডেকে দেখাল। ***খ্রীষ্টিয়ান*** কষ্টেসৃষ্টে পড়ে বলল, লেখা আছে, ***লোটের স্ত্রীকে দেখ***। তখন তারা বুঝতে পারল, *সদোম* নগর পরিত্যাগের পরে লোভবশত পিছন দিকে তাকিয়ে ***লোটের স্ত্রী*** যে লবণস্তম্ভে পরিণত হয়েছিল, সেই স্তম্ভ টাই তাদের সামনে; পুরনো দিনের সেই ঘটনা তারা আলোচনা করতে লাগল (আদি. ১৯:১৫-২৭)।

খ্রীষ্টিয়ান— ভাই, এই স্তম্ভ টা দেখা খুব ভাল কাজ হয়েছে। এইমাত্র ***দীমা*** আমাদের ***ধন-লাভ*** পাহাড় দেখবার জন্য ডেকেছিল, আর তার পরেই এই আশ্চর্য স্তম্ভ দেখা; একেবারে সময় উপযোগী কাজ। ***দীমার*** কথা শুনে তোমার যাবার ইচ্ছা হয়েছিল, ওখানে গেলে আমরাও পরবর্তী যাত্রীদের দর্শনীয় বস্তু হয়ে পড়ে থাকতাম।

আশাবান— হ্যাঁ ভাই, তখন বুঝিনি বলে ও কথা বলেছিলাম, এখন তাই দুঃখ হচ্ছে। আমার অপরাধ ও ***লোটের স্ত্রীর*** অপরাধে কোন তফাৎ নেই, শুধু এটাই তফাৎ যে, আমি তার মত লবণস্তম্ভ হয়ে যাইনি। সে শুধু ফিরে তাকিয়েছিল, কিন্তু আমি যে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম! ***ঈশ্বরের*** কী অসীম দয়া, তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন, ধন্যবাদ হোক ***তাঁর***। আর ধিক্ আমাকে যে, ঐ রকম চিন্তা আমার মনে এসেছিল।

খ্রীষ্টিয়ান— ও সব বিষয় ভেবে মন খারাপ করে লাভ নেই, কিন্তু যা দেখতে পাচ্ছি, তা মনে রাখলে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। লোটের স্ত্রী একটা দণ্ড এড়াতে পেরেছিল — সে ***সদোম*** নগরের সঙ্গে বিনষ্ট হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় দণ্ড, যা তার লোভ বা আসক্তির সাজা, — তা সে এড়াতে পারেনি। সে লবণস্তম্ভ হয়ে রয়ে গেছে।

আশাবান— ঠিক বলেছ; মহিলার জীবন-কাহিনী আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ ও চেতনার উৎস। অনুরূপ অপরাধ থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে; যারা এমন দৃষ্টান্ত দেখেও সতর্ক হবে না, তারা যে শাস্তি পাবে, ***লোটের স্ত্রী*** তারই উদাহরণ। আবার ***কোরহ, দাথন*** ও ***অবিরাম*** প্রমুখ দুশো পঞ্চাশ জনের ধ্বংস হওয়ার ঘটনাও আর একটা দৃষ্টান্ত ও সতর্কতার আহ্বান (গণনা. ১৬:১, ২, ৩১, ৩২ ও ২৬:৯, ১০ পদ দেখুন)। কিন্তু কী আশ্চর্য, ***লোটের স্ত্রী*** পিছন ফিরে তাকাতেই লবণস্তম্ভ হয়ে গিয়েছিল, অথচ ***দীমা*** সঙ্গীদের সঙ্গে নির্ভাবনায় ধনের অন্বেষণ করে চলেছে! একটু চোখ তুললেই তো এর পরিণাম কি, তা দেখতে পায়।

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ, আশ্চর্যের বিষয় বটে। এর দ্বারা বোঝা যায়, এদের হৃদয় কত কঠিন হয়ে গিয়েছে! যারা আদালতে জজের সামনে লোকের পকেট মারতে পারে, বা ফাঁসিকাঠের

নিচে দাঁড়িয়েও অন্যের অর্থ অপহরণে প্রবৃত্ত হয়, এরা তাদের মত অসাড়। ***সদোমের*** লোকদের বিষয়ে লেখা আছে, তারা অন্যদের অপেক্ষা বেশি পাপ করেছিল, — কিন্তু ঈশ্বর তখনও তাদের দেশ ***এদন বাগানের*** মত সুন্দর রেখেছিলেন, তাই তো লোট সেই দেশ পছন্দ করেছিলেন (আদি. ১৩:১০-১৩)। দেশের এই সৌন্দর্য ও ***ঈশ্বরের*** আশীর্বাদের পূর্ণতা সত্ত্বেও তারা ***তাঁর*** দৃষ্টিতে পাপী ছিল। তাই ***তিনি*** ক্রুদ্ধ হয়ে আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষণ করে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। এত উদাহরণ চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও যারা সাবধান হয় না, বরং ***ঈশ্বরের*** দৃষ্টিতে যা কিছু মন্দ, পাপ, তাই করে, তাদের শাস্তি যে কঠিন হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আশাবান— তা কি আর বলতে? ***ঈশ্বরের*** কী দয়া! শুধু তাঁরই অনুগ্রহে, আমাদের একজনও, বিশেষ করে আমি, এ বিষয়ের আর একটা দৃষ্টান্ত হয়ে পড়িনি। এ জন্য ***ঈশ্বরের*** ধন্যবাদ করা ও ***লোটের স্ত্রীর*** কথা সব সময় মনে রেখে ***ঈশ্বরের*** সাক্ষাতে সভয়ে চলাই হবে আমাদের কর্তব্য।